বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৫

(২০১৫ সনের ৭ নং আইন)

সমুদ্র বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ, গবেষণালব্ধ ফলাফলের প্রয়োগ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম

পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক

রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু সমুদ্র বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ, গবেষণালব্ধ ফলাফলের প্রয়োগ এবং এতদসংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

*এস, আর, ও নং ২৫৭-আইন/২০১৫, তারিখ: ১৬ আগস্ট, ২০১৫ ইং দ্বারা ২৬ শ্রাবণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১০ আগস্ট ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ উক্ত আইন কার্যকর হইয়াছে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "ইনস্টিটিউট" অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট;

(২) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৩) "বোর্ড" অর্থ ইনস্টিটিউট এর পরিচালনা বোর্ড;

(৪) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৫) "মহাপরিচালক" অর্থ ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক;

(৬) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের সদস্য; এবং

(৭) "সভাপতি" অর্থ বোর্ডের সভাপতি।

ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

৩। (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (Bangladesh Oceanographic Research Institute) নামে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে মামলা দায়ের করা যাইবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

ইনস্টিটিউটের কার্যালয়

৪। ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় হইবে এবং ইনস্টিটিউট প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, দেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা স্থাপন করিতে পারিবে।

পরিচালনা ও প্রশাসন

৫। ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

পরিচালনা বোর্ড

৬। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ইনস্টিটিউটের একটি পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) অর্থ বিভাগের অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(গ) মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান;

(ছ) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের চেয়ারম্যান;

(জ) ন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক কমিটির চেয়ারম্যান;

(ঝ) বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর হাইড্রোগ্রাফিক বিভাগের পরিচালক;

(ঞ) বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা;

(ট) ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(ঠ) স্পারসো কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা;

(ড) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ঢ) জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার;

(ণ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয়ে অভিজ্ঞ যে কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক;

(ত) সরকার কর্তৃক মনোনীত সমুদ্র বিজ্ঞান ও গবেষণা কাজে অবদান রহিয়াছে এবং এই বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরিয়া কাজ করিয়াছেন এইরূপ ০২(দুই) জন ব্যক্তি; এবং

(থ) ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে, যে কোন সময় কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ মনোনীত কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে :

আরও শর্ত থাকে যে, কোন মনোনীত সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

বোর্ডের সভা

৭। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি ০৩ (তিন) মাসে বোর্ডের অন্যূন একটি সভা করিতে হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) সভাপতি, ইনস্টিটিউটের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তদকর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) বোর্ডের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোট থাকিবে এবং সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে

ভোটে সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৬) প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ, সদস্যদের নিকট প্রেরণ এবং পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৭) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তদ্‌সম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী

৮। ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) সমুদ্রবিদ্যার (Oceanography) নিম্নরূপ বিষয়ে গবেষণা করা, যথা:-

(১) ভৌত সমুদ্রবিদ্যা (Physical Oceanography);

(২) ভূতাত্ত্বিক সমুদ্রবিদ্যা (Geological Oceanography);

(৩) রাসায়নিক সমুদ্রবিদ্যা (Chemical Oceanography);

(৪) জৈব সমুদ্রবিদ্যা (Biological Oceanography);

(৫) জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্র (Climate Change and the Ocean);

(৬) সমুদ্রবিদ্যা বিষয়ক অন্য যে কোন বিষয়।

(খ) সমুদ্রবিদ্যা সংশ্লিষ্ট মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ, পরিচালনা, গবেষণালব্ধ ফলাফলের প্রয়োগ এবং এতদসংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করা;

(গ) গবেষণালব্ধ ফলাফলের বাস্তবিক প্রয়োগের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট কর্তৃক নিম্নরূপ সেবাসমূহ প্রদান করা, যথা:-

(১) সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় সরকারি অথবা বেসরকারি যে কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে উক্ত প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব (Environment Impact Assessment) বিষয়ক রিপোর্ট প্রদান এবং উপকূলবর্তী পরিবেশ পর্যবেক্ষণ;

(২) একটি আধুনিক Oceanographic Data Centre প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গবেষণালব্ধ তথ্য ও ফলাফল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;

(৩) তৈল দূষণ ঝুঁকি নিরূপণ (Oil Spil risk Assessment) বিষয়ক রিপোর্ট প্রদান;

(ঘ) সামুদ্রিক সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রজন্মভিত্তিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জলজ এবং অজলজ, নবায়নযোগ্য এবং অনবায়নযোগ্য সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের পরিমাণ নির্ধারণের ও উহা সংরক্ষণ করিবার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;